দিবে; দালালেরা বুড়ো গাই লইয়া কি করে সে সকলেই জানে, কিন্তু কয়েকটা টাকার লোভও সম্বরণ করা তখন ইহাদের সাধ্যের অতীত। মানুষেরা আশ্চর্য, মানুষেরা বিচিত্র—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবু চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল।

কৃষাণেরা মাঠে চলিয়াছে; বাউড়ী, ডোম, মুচী প্রভৃতি শ্রমিক চাষীর দল। পরণে খাটো কাপড়, মাথায় গামছাখানা পাগড়ী করিয়া বাঁধা। তাহার সঙ্গে একখানা পরণের কাপড়ই—গায়ে র‍্যাপারের মত জড়াইয়া হুঁকা টানিতে টানিতে চলিয়াছে; অন্য হাতে কাস্তে। ধান-কাটার পালা এখন। গ্রামের চাষী গৃহস্থেরাও অধিকাংশই নিজ-হাতে কৃষাণদের সঙ্গেই চাষ করে, তাহারাও কাস্তে হাতে চলিয়াছে। 'খাটে-খাটায় দুনো পায়'—অর্থাৎ চাষে যাহারা নিজেরাও সঙ্গে খাটিয়া চাষী মজুরদের খাটায়, তাহাদের চাষে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়—এই প্রবাদ বাক্যটা ইহারা আজও মানিয়া চলে। এ গ্রামে কেবল দুই-চারিজন নিজেরা চাষে খাটে না। হরেন্দ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণ, জগন ঘোষ একে কায়স্থ তায় আবার ডাক্তার, দেবু ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত, শ্রীহরি সম্প্রতি কুলীন সদ্‌গোপ এবং বহু ধন-সম্পত্তির মালিক; এই কয়জনই চাষে খাটে না।

সতীশ বাউড়ী তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতব্বর গোছের লোক। লোকটির নিজের হাল-গরু আছে। জমি অবশ্য তাহার নিজের নয়—পরের জমি ভাগে চাষ করে। বেশ বিজ্ঞ-ধরনে কথা কয়। দেবুকে দেখিয়া হেঁট হইয়া সে প্রণাম করিল, বলিল—পেনাম হই, পণ্ডিত মশায়!···সঙ্গে সঙ্গে দলের সকলকেই প্রণাম করিল।

দেবু প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল - মাঠে যাচ্ছ?

—আজ্ঞে হাঁ।···সতীশ নিজের সঙ্গীদের বলিল—পণ্ডিতমশায়ের মতো মানুষটি আর দ্যাখলাম না। পেনাম করলে অনেক মণ্ডল মশাইরা তো রা পর্যন্ত কাড়ে না। পণ্ডিতমশায় কিন্তুক কপালে হাতটি ঠেকাবেই। কখনও দুই-দুকারি শুনলাম না উয়ার মুখে।

দেবু কথা বলিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সতীশ বলিল—হাঁ গো, পণ্ডিতমশায়—এ কি হবে বলেন দেখি?

কিসের? কি হল তোমাদের?

—আজ্ঞে, একা আমাদের লয়, গোটা গাঁয়ের নোকেরই বটে। এই

সেটেলমেণ্টারের কথা বলছি। সাতদিন পরেই বলছে আরম্ভ হবে। দিনরাত হাজির থাকতে হবে, নোয়ার শেকল টেনে মাপ হবে; তা' হলে ধান-কাটাই বা কি করে হয়, আর পাকা ধানের ওপর শেকল টানলে ধানই বা থাকে কি করে?

—গোমস্তা কি বললেন? পালই বা কি বললে?

—আজ্ঞে ঘোষমাশাই বলুন!

—ঘোষ মশায়?

—আজ্ঞে, উনি এখন ছিহরি ঘোষ মাশাই গো। ঘোষ বলতে হুকুম হয়েছে। জমিদারের কাগজ-পত্তরে, মায় আদালতে পর্যন্ত ঘোষ করে লিয়েছেন পাল কাটিয়ে।

—তাই নাকি? ওঁরা কি বললেন? কাল তো তোমরা গিয়েছিলে সব।

—আজ্ঞে ডাক হয়েছিল, গিয়েছিলাম। তা, ওঁরা বললেন—দিনরাত খেটে ধান কেটে ফেল সব সাতদিনের মধ্যে। তাই কি হয় গো? আপনিই বলেন ক্যানে পণ্ডিতমাশায়?

দেবু চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কাল সমস্ত রাত্রি সে এই কথাটাই ভাবিয়াছে। কিন্তু কোন উপায়ই স্থির করিতে পারে নাই।

সতীশ বলিল—হাথা থেকে এলাম তো দেখি, ডাক্তোর বাবু পাড়ায় এয়েছেন, বলছেন—টিপছাপ দিতে হবে, দরখাস্ত পাঠাবেন। তা হ্যাঁ মাশায়, দরখাস্তে কি হবে গো? এই তো ঘর-পোড়ার লেগে দরখাস্ত করলাম—কি হল? তা ছাড়া দরখাস্ত করলে সেটেলমেণ্টোর হাকিম যদি রেগে যায়।

* * *

বাংলাদেশে ইংরাজী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোন জরিপবন্দী হয় নাই। তখনকার দিনে সীমানা-সহরদ্দ লইয়া দাঙ্গা, হাঙ্গামা, মামলা-মকদ্দমার অন্ত ছিল না। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে গভর্নমেণ্ট হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জরিপ করিয়া মাত্র গ্রামগুলির সীমানা নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে জরীপ আইন পাস হইবার পর বাংলা দেশে নূতন জরীপের এক পরিকল্পনা হয়। প্রতিটি টুকরা জমি, তাহার বিবরণ এবং তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব নির্ধারণ করিবার জন্যই এ জরিপের আয়োজন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে তাহার জের এই গ্রামাঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকগুলি বিভীষিকায় একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জরিপের সময়ে এতটুকু ত্রুটিতে হাকিম নাকি বেত লাগায়, হাতকড়ি দিয়া

জেলে পাঠাইয়া দেয়। এই ধরনের নানা গুজবে অঞ্চলটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আরও আছে, জরিপের পর প্রজাদের জরিপের খরচের অংশ দিতে হইবে। না দিলে অস্থাবর ক্রোক হইবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

তাহার পর জমিদার দাবী করিবে খাজনা-বৃদ্ধি; প্রতি টাকায় চার আনা, আট আনা, এমন কি—টাকায় টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিও হইতে পারে, হাইকোর্টের নাকি নজির আছে। নাথরাজ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। বজায় থাকিলে সেস্ লাগিবে, সে সেসের পরিমাণ নাকি খাজনারই সমান—কম নয়; এমনি আরও অনেক কিছু হইবে।

ফিরিবার পথে দেবু দেখিল—জনকয়েক মাতব্বর ইতিমধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়াছে; সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবু চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। হরিশ প্রশ্ন করিল—হয়েছে?

রাত্রে তাহার একখানা দরখাস্ত লিখিয়া রাখিবার কথা ছিল। কিন্তু দেবুর দরখাস্ত লেখা হইয়া উঠে নাই। দরখাস্তে তাহার আস্থা নাই! দরখাস্তের প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গিয়াছিল কয়েকটি তিক্ত ঘটনার স্মৃতি। নিজে সে এককালে কয়েকবার দরখাস্ত করিয়াছিল; সেই দরখাস্তের ফলের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন বাপের মৃত্যুর পর সদ্য সে স্কুল ছাড়িয়া নিজের হাতেই চাষ করিত। সেদিন মাঠে সে হাল চালাইতেছিল! খাকী পোশাক-পরা টুপী মাথায় পুলিশের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার মাঠের পথে যাইতে যাইতে তাহাকে ডাকিয়া বসিয়াছিল—এই—শোন্।

দেবু এই অভদ্রজনোচিত সম্ভাষণে অসন্তুষ্ট হইয়াই উত্তর দেয় নাই।

—এই উল্লুক!

দেবু এবারও উত্তর দেয় নাই। দেবুর সেই প্রথম দরখাস্ত। দরখাস্ত করিয়াছিল পুলিশ সাহেবের কাছে। তদন্ত হইল মাস কয়েক পর। তদন্তে আসিলেন ইন্সপেক্টার।

দেবুর অভিযোগ শুনিয়া তিনি মিষ্ট কথায় ব্যাপারটা মিটাইয়া দিলেন, বলিলেন—দেখ বাপু, জমাদার-বাবু তোমার বাপের বয়সী। 'তুই' বললেও তোমার রাগ করা উচিত নয়। 'উল্লুক' বলাটা অন্যায় হয়েছে, যদি উনি বলে থাকেন।

দেবু বলিল—উনি বলেছেন।

—বুঝলাম কিন্তু সাক্ষী কে বল?

সাক্ষী ছিল না। ইন্সপেক্টার বলিলেন—থাক, তুমি বাড়ী যাও। কিছু মনে কর না।

দেবুর ক্ষোভ কিন্তু মেটে নাই।

দ্বিতীয় দরখাস্তের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। জমিদার বৈশাখ মাসে খাসপুকুর হইতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল! সেইটিই একমাত্র পানীয় জলের পুকুর। জল অল্পই ছিল, সেই জল আরও খানিকটা বাহির করিয়া দিয়া মাছ ধরিবার কথা হইল। গ্রামের লোকে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—ওইটুকু জল, কেটে বের করে দিলে থাকবে কতটুকু? তার উপর মাছ ধরলে যে কাদা ছাড়া কিছু থাকবে না। আমরা খাব কি?

গোমস্তা বলিল—জমিদারের বাড়ীতে কাজ, তিনিই বা মাছ কোথায় পাবেন বল?

প্রজারা খোদ জমিদারের কাছে গেল; জমিদার বলিলেন—তোমরা মাছ দাও, নয় মাছের দাম দাও।

তরুণ দেবু এক দরখাস্ত করিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। কিন্তু কিছুই হইল না! জমিদারের চাপরাশীরা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া মাছ ধরাইয়া পুকুরটাকে পঙ্ক-পল্বলে পরিণত করিয়া দিয়া গেল। দেবুর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। হঠাৎ সাতদিন পর, অকস্মাৎ দারোগা-কনেস্টবল-চৌকীদারের আগমনে গ্রামখানা ত্রাস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে একজন সাহেবী-পোশাকপরা অল্পবয়সী ভদ্রলোক। দারোগা আসিয়া দেবুকে ডাকিল। বলিল—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর ডাকছেন তোমাকে।

দেবু অবাক হইয়া গেল। সাহেব নিজে আসিয়াছেন? কিন্তু এখন আসিয়া ফল কি? সাহেবকে সে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব প্রতিনমস্কার করিলেন! সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল সাহেবের কথায়।

—আপনি দেবনাথ ঘোষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

দারোগা বলিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর' বলতে হয়।

সাহেব বলিলেন—থাক। তারপর সমস্ত শুনিলেন—পুকুর নিজে দেখিলেন। পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া জলের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দেবুর আজও মনে আছে ভদ্রলোকের চোখ হইতে

ফোঁটাকয়েক জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। রুমালে চোখ মুছিয়া সাহেব বলিলেন—তাই তো দেবুবাবু, এসে তো কিছু করতে পারলাম না আমি!

দেবু বলিল—আমি দরখাস্ত করেছিলাম পাঁচদিন আগে হুজুর!

—ডাকে যেতে একদিন লেগেছে। দরখাস্ত যথানিয়মে পেশ হতেও কোন কারণে দেরী হয়েছে। সে কারণ আমি এনকোয়ারী করব। তারপর—সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—দেবনাথবাবু, এসব ক্ষেত্রে দরখাস্ত করবেন না! নিজে যাবেন, একেবারে আমাদের কাছে সরাসরি গিয়ে জানাবেন। দরখাস্ত?—শব্দটা উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি হাসিয়াছিলেন।

সাহেব গ্রামের জন্ত একটা ইঁদারা মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও শেষ পর্যন্ত হয় নাই। কারণ সাহেব এ জেলা হইতে চলিয়া যাওয়ার সুযোগে ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কঙ্কণার বাবু সেটা অন্য গ্রামে মঞ্জুর করিয়া দিয়াছে। এ গ্রামের মেম্বার হিসাবে শ্রীহরিও তাহাতে সম্মতি-ভোট দিয়াছে। দেবনাথ জমিদারের মাছ ধরার জন্ত দরখাস্ত করিয়াছিল। সাজাটা তাহারই জন্ত গোটা গ্রামের লোক ভোগ করিল।

দরখাস্ত! একটা গল্প তাহার মনে পড়ে। কোন রাজার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল; রাজা ছিলেন দার্জিলিঙে। আগুন নিভাইবার হাঁড়ি বালতি কিনিবার জন্ত বরাদ্দ না থাকায় রাজার নিকট টেলিগ্রাম করা হইল। হুকুম টেলিগ্রামে আসিলেও আসিল চব্বিশ-ঘণ্টার পর। ততক্ষণে সব কিছুকে ভস্মসাৎ করিয়া আগুন আপনা আপনি নিভিয়া গিয়াছে। দরখাস্তের কথায় ওই গল্প তাহার মনে পড়ে, মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই সাহেবকে। মিঃ এস. কে. হাজরা, আই-সি-এস। দেবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে!

দেবু উত্তর দিল—না হরিশ-কাকা, লেখা হয় নাই।

লেখা হয় নাই শুনিয়া, হরিশ, ভবেশ, প্রভৃতি প্রবীণগণ সকলেই অসন্তুষ্ট হইল। হরিশ বলিল—তুমি বললে লিখে রাখবে, ভার নিলে! জলখাওয়ার পর গাঁয়ের লোক সব আসবে, দস্তখৎ করবে! এখন বলছ হয় নাই। এ কি রকম কথা হে? পারবে না বললে ডাক্তারই লিখে রাখত!

ভবেশ বলিল—এ্যাই কথা। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। বললেই তো অন্য ব্যবস্থা হত!

দেবু হাসিল, বলিল—দরখাস্ত না হয় আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি ভবেশ-দাদা; কিন্তু দরখাস্ত করে হবে কি বলতে পার?